প্রসংগঃ ইভটিজিং, ফরমালিন এবং ক্লোরফর্ম

নাজমুল আহসান শেখ

আমার এক ব্যাবসায়ী বন্ধু জুনায়েদ (শাহীন স্কুলের), সম্প্রতি ঢাকা থেকে এক্সপোর্ট ফেয়ারে অংশগ্রহন ও একই সাথে অস্ট্রেলিয়া ভ্রমন করতে এসেছিল। আমার এই বন্ধু, ছোট বেলা থেকেই অসম্ভব রকম ‘ওয়েল কানেকটেড’। কথা প্রসংগে বন্ধু জুনায়েদ’কে প্রশ্ন করেছিলাম, তোর পরিচিত সব দলের এত এম, পি আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করিস, কেন ‘ইভটিজিং’ নিয়ে তারা কোন কঠোর আইন পাস করছেন না পার্লামেন্টে? জুনায়েদ আমাকে পালটা প্রশ্ন করল, ‘ইভটিজিং’ জিনিসটা কি?

আমি কয়েক সেকেন্ড সময় নিলাম ব্যাপারটা বুঝতে, জুনায়েদ কি আমার সাথে ফান করছে, না আসলেই জানে না, ‘ইভটিজিং’ জিনিসটা কি? একটু পরেই বুঝলাম যে ‘ইভটিজিং’এর ভয়াবহতা নিয়ে ওর কোন ধারনাই নাই কারন ঢাকায় ওর মতো বা ওর চেয়ে বেশী যারা প্রভাবশালী, তারা খুব কমই সংবাদপত্র পড়ে বা তাদের এইসব খবর রাখার সময় আছে! তারা অনেকটা বা পুরাপুরি জনগন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ব্যাপারটা অনেকটা, যে যায় লংকায়, সেই হয় রাবন।

সিডনী প্রবাসীর কাছ থেকে ‘ইভটিজিং’এর ভয়াবহতা এবং আমাদের সাংসদ’দের নির্লিপ্ততার কথা শুনে আমার ঢাকাবাসী বন্ধু কতক্ষন ভাবল। তারপর গম্ভীর ভাবে বলল, বুঝস না, বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে কেউ এইসব নিয়ে কথা বলতে সাহস পায় না!

আমি বললাম, আসলেই কি ব্যাপারটা তাই? আমাদের দেশে অনেক সমস্যা আছে, যেমন ট্রাফিক জ্যাম, বিদ্যুত, পানি ইত্যাদি যা সমাধান করা বেশ কঠিন। কিছু সমস্যা আছে যা নিয়ে সত্যি কথা বললে নেতা-নেত্রীদের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অন্যদিকে কতগুলি সমস্যা আছে, যা ব্যাপক হলেও তা সমাধান করা তূলনামূলক ভাবে অনেক সহজ এবং এ নিয়ে মনে হয় না একজনও বিরোধিতা করবেন। ৩৩০ জন সাংসদ’ বা তাদের নিকটাত্মীয়রা সবাই কমবেশী এইসব সমস্যার ভুক্তভোগী।

এই ধরনের সমস্যার মধ্যে প্রধান দুইটি হলো, মহামারী আকারে ইভটিজিং’ ও খাদ্যে ফরমালিন বা বিষাক্ত কেমিক্যালস’এর ঢালাও ব্যাবহার। এই দুই সমস্যার কারনে ঘরে ঘরে যে অপূরনীয় মানসিক ও শারিরিক যন্ত্রনা এবং ক্ষতি হচ্ছে তা আমরা সবাই জানি।

এই ধরনের একটি প্রকট সমস্যা ছিল ৮০’র দশকে, তা হচ্ছে, এসিড নিক্ষেপ। জেনারেল এরশাদ দ্রুত আইন করে কিছু মৃত্যুদন্ড দেওয়ার ফলে এই সমস্যা রাতারাতি প্রায় নির্মূল হয়ে গিয়েছিল। এই কারনে জেনারেল এরশাদ সবার সাধুবাদ’ও পেয়েছিলেন।

আমি মনে করি আমাদের দেশের সব সাংসদ’দের সামনে এই দুটি সমস্যার আশু সমাধান একটি জরূরী দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য। বিরোধীদলের জন্য এই দুইটি সমস্যার সমাধান একটি সূবর্ন সুযোগও বটে, কারন যদি এই মূহুর্তে বিরোধী দলের কোন সদস্য এই দুই সমস্যা সমাধানের জন্য সংসদে কঠোর আইন (যেমন ধরা যাক, খাদ্যে ফরমালিন বা ক্ষতিকর কেমিক্যাল’স এর প্রয়োগের জন্য মৃত্যুদন্ড, ‘ইভ টিজিং’ বা বিষাক্ত খাদ্য বিক্রির জন্য নূন্যতম ১০ লাখ টাকা জরিমানা, প্রকাশ্যে ১০০ বেত্রাঘাত

ইত্যাদি) প্রনোয়নের এর প্রস্তাব করেন তবে সরকারী দলের সামনে তা সমর্থন না করে আর অন্য কোন উপায় থাকবে না।

এই ধরনের কঠোর আইন প্রনয়ন এবং দ্রুত প্রয়োগ করা হলে রাতারাতি এই সব সমস্যার সমাধান হবে তা আমাদের দেশের ইতিহাসই বলে। ৮০র দশকে এসিড নিক্ষেপ এর জন্য মৃত্যুদন্ড প্রদান ও বর্তমানে দেশের দক্ষিন পশ্চিমাঞ্চলে তথাকথিত সর্বহারাদের বিরূদ্ধে ব্যাব'এর অভিযানের সাফল্যই এর সবচেয়ে বড় প্রমান।

আমি জানিনা, আমাদের সাংসদরা ফরমালিন যুক্ত খাওয়া খেয়ে, না ক্লোরফর্মের প্রভাবে অবশ হয়ে আছেন, তা না হলে তারা কিভাবে ভয়াবহ সমস্যা দুটির ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে এতদিন ধরে, এত উদাসীন থাকতে পারেন!!!

* আমার আগের এক লেখায় সাম্প্রদায়িকতা প্রসংগে লিখেছিলাম, 'মানুষ কেমন, ভাল না খারাপ, সে কি ন্যায় না অন্যায়ের পক্ষে? সেটাই বড় কথা'। সেই লেখাটা প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই দেখলাম, সিরাজগঞ্জ ও ফরিদপুরে (যতদূর মনে পরে), 'ইভ টিজিং' এর কারনে দুই তরুনীর অত্মহত্যা। সিরাজগঞ্জে মুসলমান বখাটের কারনে মুসলমান তরুনী ও ফরিদপুরে হিন্দু বখাটের কারনে হিন্দু তরুনী আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল। অন্যায়কারী, ধর্ম বর্ন নির্বিশেষে সবখানেই আছে, তাদেরকে নির্মূল করার জন্য শুধু প্রয়োজন, কঠোরতম আইন'এর দ্রুততম প্রয়োগ।

ধন্যবাদঃ ঈদের দিন আমি এক দূর্ঘটনায় আহত হবার পর যাদের কাছ থেকে যে সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েছি, তার জন্য আমি তাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ এবং একই সাথে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

২৭ নভেম্বর, ২০১০, সিডনী,
Victory1971@gmail.com